গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ঠাকুরগাঁও
(রাজস্ব শাখা)
www.thakurgaon.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৫৫.৯৪০০.০০৮.০০.৪৪১(অংশ-৩).২৫-১১৮২

তারিখঃ ১১ শ্রাবণ ১৪৩৩ / ২৭ জুলাই ২০২৬

বালুমহাল খাস আদায়ের বিজ্ঞপ্তি

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২৩) এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫ এর ১০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলার নিম্নবর্ণিত বালুমহালটির ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদের নির্ধারিত সময়ের জন্য সরকারি খাস আদায়ের লক্ষ্যে আগাম মূল্য পরিশোধের শর্তে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নিম্নবর্ণিত সময়সূচি মোতাবেক জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও বরাবর আবেদন করার জন্য উপযুক্ত আগ্রহী প্রার্থীর নিকট হতে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে। আবেদনপত্রের অন্যান্য শর্তাবলী এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও এর রাজস্ব শাখা হতে অফিস চলাকালীন সময় ও www.thakurgaon.gov.bd ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করা যাবে।

বালুমহাল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	উপজেলার নাম	বালুমহালের নাম	মৌজা সংখ্যা	আয়তন (একরে)	সরকারি সম্ভাব্য খাসমূল্য	সময়কাল
০১	পীরগঞ্জ	টাঙ্গান নদীর কান্তোর মৌজার বালুমহাল	০১	১৫.৬২	৬২,৬৪,৪৯৩/-	২২ শ্রাবণ ১৪৩৩ সন হতে ৩০ চৈত্র ১৪৩৩ সন পর্যন্ত

আবেদনপত্র দাখিল এবং বাক্স খোলার তারিখ ও সময়সূচি:

ক্রমিক	আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ	সময়	আবেদন পত্রের মুখ খোলার তারিখ, সময় ও স্থান
০১	০৩/০৮/২০২৬	সকাল ১০:০০ টা থেকে বেলা ০১:০০ টা পর্যন্ত	০৩/০৮/২০২৬ তারিখ বেলা ০২:০০ টা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও এর সম্মেলন কক্ষ।

শর্তাবলি

(১) ঠাকুরগাঁও জেলার তালিকাভুক্ত লাইসেন্সধারী (হালনাগাদকৃত) ঠিকাদার ব্যতীত কেউ খাস আদায়ের উন্মুক্ত নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(২) খাস আদায় দরপত্র দাখিলের সময় দরপত্রের সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্স, TIN সার্টিফিকেট, সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র, ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট, ভ্যাট পরিশোধের সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রেজার মেশিনের হালনাগাদ মালিকানা/ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্র, আবেদনকারীর ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং ইজারাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির হালনাগাদ কপি সংযুক্ত করতে হবে।

(৩) দরপত্রের সঙ্গে তালিকাভুক্তির সনদপত্রের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

(৪) দাখিলকৃত খাস আদায় দরপত্রে খাস আদায় দর অংকে এবং কথায় লিখতে হবে। অসম্পূর্ণ, ওভাররাইটিং, কাটা-ছেড়া বা ঘষামাজা দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৫) আবেদনের সাথে জামানতস্বরূপ 'জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও' বরাবর দাখিলকৃত দরের ২৫% অর্থ পে-অর্ডার (ফেরতযোগ্য) হিসেবে অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। অন্যথায় দাখিলকৃত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উন্মুক্ত খাস আদায় নিলামে অংশগ্রহণের অযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন।

(৬) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতা সমুদয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে কার্যাদেশ বাতিল ও তালিকাভূক্তির সনদ বাতিলসহ কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং পরবর্তী অপেক্ষমাণ খাস গ্রহীতাকে ক্রমান্বয়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।

(৭) খাস আদায়ের লক্ষ্যে নিলাম ডাকে সর্বোচ্চ দরদাতার দাখিলকৃত জামানত যাচাইয়ান্তে সঠিক থাকা সাপেক্ষে খাস আদায়ের উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(৮) দফাওয়ারী সর্বোচ্চ ডাক চূড়ান্ত দর হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৯) চূড়ান্ত দর নির্বাচন সাপেক্ষে চূড়ান্ত দরদাতার নিকট হতে সরকারি সকল অর্থ প্রাপ্তির পর অকৃতকার্য দরদাতার জামানত বিধি মোতাবেক ফেরত প্রদান করা হবে।

(১০) খাস আদায় নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রদান করা হবে এবং চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদের নির্ধারিত সময়ের (চুক্তিপত্র অনুযায়ী) জন্য খাস আদায় করা যাবে। চুক্তিপত্র সম্পাদনের পরবর্তীতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা আদালতে খাস আদায়ের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করলে তা অগ্রাহ্য হবে।

(১১) জেলা প্রশাসক, নৌ পরিবহন বিভাগ, মৎস্য বিভাগ কিংবা সরকারি অন্যান্য বিভাগের প্রদত্ত সকল শর্ত ও নিষেধ পালন করতে খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবেন। উক্ত নিষেধের প্রেক্ষিতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা আদালতে খাস আদায়ের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করলে তা অগ্রাহ্য হবে।

(১২) চূড়ান্ত দর নির্বাচন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদানের ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সমুদয় চুক্তিভিত্তিক আগাম খাস আদায় মূল্য পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে, লাইসেন্স কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত সকল প্রকারের কর পরিশোধের জন্য খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবেন।

(১৪) খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বালুমহাল অন্যত্র খাস আদায়ের দায়িত্ব দিতে পারবে না। এরূপ পরিলক্ষিত হলে চুক্তি বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৫) খাস আদায়ের জন্য গ্রহণকৃত এলাকা ব্যতীত অন্য কোন এলাকা হতে খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বালু উত্তোলন করতে পারবেন না।

(১৬) বালু উত্তোলনের বিষয়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল সার্কুলার, বিধি-বিধান ও আইনসমূহ মেনে চলতে হবে।

(১৭) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাল পতাকা প্রদর্শন করতে হবে।

(১৮) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় স্থানীয় জনগণের জমি ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হলে খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে তা সমাধান করবেন।

(১৯) নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৎস্য, জলজপ্রাণি ও উদ্ভিদ বিনষ্ট করে বালু উত্তোলন করা যাবে না।

(২০) উত্তোলিত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীর তীরে বা নদীতে ফেলা যাবে না।

(২১) সেতু, সড়ক, মহাসড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনার নিকটবর্তী স্থান এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে এমন কোন স্থান হতে বালু উত্তোলন করা যাবে না।

(২২) কেবলমাত্র সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বালু উত্তোলন করা যাবে।

(২৩) ভুল বা মিথ্যা তথ্য সম্বলিত এবং অসম্পূর্ণ দরপত্র বিবেচনাযোগ্য নয়।

(২৪) সম্পূর্ণ ম্যানুয়্যাল/দেশীয় পদ্ধতিতে বালু উত্তোলন করতে হবে। কোন ক্রমেই এক্সেভেটর/ড্রিল ড্রেজার মেশিন/বোমা মেশিন ব্যবহার করা যাবে না।

(২৫) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন সময় যে কোন পর্যায়ে খাস আদায়ের আদেশ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(২৬) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির নিকট খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান দৈনিক ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রদান করবেন। উপজেলা খাস আদায় কমিটি নিয়মিত খাস আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।

(২৭) কোন প্রকার পূর্ব নোটিশ ব্যতিরেকে খাস আদায় যেকোনো সময় বন্ধ ঘোষণা করা যাবে।

(২৮) কোন অবস্থাতেই বালু/মাটি ব্যতীত অন্য কোন খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা যাবে না। নদী ভাঙ্গন এলাকায় নদীর তীরবর্তী জমির মাটি বিক্রয় ও উত্তোলন করা যাবে না।

(২৯) ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বালু উত্তোলনে নদীর তীর ভাঙ্গনের আশংকা থাকে এরূপ কোন স্থান থেকে বালু উত্তোলন করা যাবে না।

(৩০) সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে বিধি মোতাবেক বালুমহালের দখল গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তীতে দখল বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়ে কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। বালুমহালের দখল বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত বালুমহাল হতে বালু উত্তোলন বা ড্রেজিং করা যাবে না।

(৩১) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২৩) এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫ এ বর্ণিত বিধিসমূহ খাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্ত মর্মে গণ্য হবে।

(৩২) সরকারি স্বার্থে বালুমহালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রবেশাধিকার থাকবে।

(৩৩) উপর্যুক্ত শর্তাবলির যেকোন এক বা একাধিক শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে খাস আদায়ের কার্যক্রম বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোহাম্মদ রফিকুল হক
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
ঠাকুরগাঁও